# নারীর জন্য অনলাইন যোগাযোগ নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ হওয়া দরকার

সময়ের পরিবর্তনে পৃথিবীব্যাপী অনলাইন যোগাযোগের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। এতে ভর করে শহরাঞ্চলে বিকশিত হয়েছে অনলাইন ব্যবসায়। এটি এখন শুধু উন্নত বিশ্বের বাস্তবতা নয়, বাংলাদেশও সফলভাবে পা ফেলেছে অনলাইন ব্যবসায়ে। পেশাগত ব্যস্ততা ও যাতায়াতের দুর্ভোগ এড়াতে ক্রেতাদের একাংশও এখন প্রয়োজনীয় পণ্যের জন্য শপিং সেন্টারে না গিয়ে অনলাইনেই কেনাকাটা করতে পছন্দ করছেন। ক্রেতা-ভোক্তাদের এই সাড়া প্রদানই দিনে দিনে অনলাইন ব্যবসায়ের বিকাশে প্রণোদনা সরবরাহ করে চলেছে।

ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ইক্যাব)-এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৬ সালে অনলাইন ব্যবসায়ে বাংলাদেশে ১ হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে, যার ৩০ শতাংশই করেছেন নারীরা। অর্থাৎ ২০১৬ সালে অনলাইন ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত নারীরা মোট ৩০০ কোটি টাকার লেনদেন করেছেন। ২০১৮-এ এসে এটি আরো সুবিস্তৃত হয়েছে। বেড়েছে নারীদের অংশগ্রহণও।

খাতটি নতুন বলে এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে নতুন চ্যালেঞ্জও। চ্যালেঞ্জ নিতে আগ্রহী সাহসী ও উদ্যমী নারীরাই এই খাতে যুক্ত হচ্ছেন। তাদের সাফল্যের হারও সন্তোষজনক। পাশাপাশি অনলাইন ব্যবসায়ে এমন কিছু নারীও যুক্ত হচ্ছেন, এই সুযোগটি উন্মোচিত না হলে যারা হয়ত কোনো অর্থনৈতিক কাজে কখনোই যুক্ত হতেন না।

বাংলাদেশে শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ বাড়লেও তাদের একাংশ নিজের ও পরিবারের অনাগ্রহের কারণে চাকুরিতে যুক্ত হন না, যেজন্য এখানে উচ্চশিক্ষিত নারীদের চাকুরিতে অংশগ্রহণের হার মাত্র ৩৭ শতাংশ। অসংখ্য মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ দরকার হয় বলে নারীদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডকেও অনেক পরিবার নিরুৎসাহিত করে থাকে। অন্যদিকে, অনলাইন ব্যবসায় যেহেতু ভার্চুয়াল যোগাযোগনির্ভর, সে কারণে চাকুরি করা ও অফলাইন ব্যবসায়ে অনাগ্রহী নারীরাও এই খাতে যুক্ত হয়েছেন ও হচ্ছেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনলাইন বা ভার্চুয়াল যোগাযোগও নারীদের জন্য সম্পূর্ণ নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ নয়। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিষয়ক সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সম্প্রতি পশ্চিমা বিশ্বের আটটি দেশের ওপর জরিপ চালিয়ে দেখেছে, প্রতি পাঁচজনে একজনের বেশি নারী অনলাইনে হয়রানির শিকার হন। তুলনায় বাংলাদেশে অনলাইনে নারী হেনস্থার হার আরো বেশি হবার কথা। ডয়েচে ভেলের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের 'সাইবার হেল্প ডেস্ক'-এ গত দু'বছরে ১৭ হাজারেরও বেশি সাইবার হয়রানির অভিযোগ জমা পড়েছে, যেখানে অভিযোগকারীদের ৭০ ভাগই নারী।

অনলাইনে নারীদের নানা উপায়ে হয়রানি করা হয়, এর মধ্যে আছে যৌনসম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব ও হুমকি, ছবিতে অশ্লীল ও যৌন মন্তব্য, অশ্লীল গালি প্রয়োগ, যৌন আচরণ নিয়ে গুজব ছড়ানো, ইনবক্সে নগ্ন ছবি বা পর্ন ক্লিপ পাঠানো, পর্ন সাইটে ছবি ও ফোন নম্বর পোস্ট করে যৌনসেবা ক্রয়ার্থে যোগাযোগ করতে বলা, ইত্যাদি। আমাদের সমাজের যে নারীবিরোধী চেহারা, এখানে সেই ক্লেদাক্ততার পুরো ছবিটা তো আছেই, সঙ্গে আছে অনলাইনে নিজের পরিচয় লুকিয়ে অশ্লীল ও আক্রমণাত্মক আচরণ করবার যে সুযোগ বিদ্যমান তার কুফলটাও।

যোগাযোগ উন্নয়নের এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। আর নারী যেহেতু সব ধরনের উন্নয়নেরই সমান অংশীদার, কাজেই নাগরিকদের ৫০ শতাংশ নারীর জন্য অনলাইনকে নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ করা এখন সময়ের দাবি। এটা না করা গেলে উন্নয়নের সার্বিক অগ্রগতি ব্যাহত হবে। সেটা করতে হবে অনলাইন ব্যবসায়ে যুক্ত ক্ষুদ্রউদ্যোক্তা নারীসহ অনলাইন ব্যবহারকারী সকল নারীর জন্যই। পাশাপাশি অনলাইনভিত্তিক নারীউদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করা গেলে অনলাইন ব্যবসায় আজ ও আগামীকালের অজস্র নারীকে স্বাবলম্বী এবং সামাজিক-অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত হবার পথ দেখাবে বলে নিশ্চিত করা যায়।